দৈঃ জনকণ্ঠ

16

তারিখ 09 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

# দুই বোর্ডের শোচনীয় ফলাফল

ঢাকা ও যশোর বোর্ডের এবারকার এসএসসি পরীক্ষার ঘোষিত ফলাফল রীতিমতো বিপর্যয়কর। ঢাকা বোর্ডে এবার তালিকাভুক্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৪০ হাজার ৬৬৩ জন। তন্মধ্যে পরীক্ষা দিয়েছে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৪শ' জন। পরীক্ষায় অংশ নেয়নি ২ হাজার ২৬৩ জন। পাসের হার মাত্র ৪২.২০ শতাংশ। অর্থাৎ ফেল করেছে ৫৭.৮০ জন। যশোর বোর্ডের পাশের হার আণুবীক্ষণিকভাবে বেশি, ৪৩ শতাংশ এবং ফেলের হার কম, ৫৭ শতাংশ। সাধারণভাবে পাস-ফেলের এই শোচনীয় ও উদ্বেগজনক হারের কারণ হিসাবে প্রশ্ন ব্যাংক পদ্ধতি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। প্রশ্নব্যাংক পদ্ধতি চালু থাকাকালে পরীক্ষার্থীরা কম পরিশ্রমে, কম লেখাপড়া করে, গোটা বই না পড়ে, ফাঁকিবাজির আশ্রয় নিয়ে পরীক্ষা দিতে এবং বিপুল হারে পাস করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে এক ধরনের জুয়াড়ি মনোভাব সৃষ্টি করা হয়েছিল। পদ্ধতিটি তুলে নেয়ার ফলে তারা একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। গোটা বই পড়তে গিয়ে এবার নাকি তারা বিপাকে পড়ে যায়। তাই পরীক্ষায় ব্যাপক নকলবাজি সত্ত্বেও পাসের হার এরকম। আসলে বিগত সরকারের আমলে এসএসসি ও এইচএসসি স্তরের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা, পরীক্ষা, প্রশ্নপদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও উদ্ভট কাণ্ডকারখানা চালানো হয়। এসএসসি পরীক্ষা ও প্রশ্নপত্রের নিয়মরীতি নিয়ে সাবেক সরকারের দুই শিক্ষামন্ত্রীর আমলে দুই-দুইবার পরিবর্তন ঘটানো হয়। প্রথমে ডঃ বদরুদ্দোজার আমলে গঠিত হয় এক টাস্কফোর্স। সেই টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রবর্তিত হয় পাঁচ শ' প্রশ্নের প্রশ্নব্যাংক। পরবর্তী শিক্ষামন্ত্রী এসে প্রশ্ন ব্যাংককে নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক এই দু'ভাগে বিভক্ত করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা ও ছাত্রছাত্রীদের জীবন নিয়ে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ফাঁকিবাজি কাণ্ড কোন সুফলই বয়ে আনতে পারেনি। বরং তাদের গোটা আমলটাতে শিক্ষার মানের গুরুতর অবনতি ঘটেছে। শিক্ষকতার মানেরও অবনতি ঘটেছে। ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি অমনোযোগী করে সন্ত্রাস ও উচ্ছৃঙ্খলতামুখী করে তোলা হয়েছে। শিক্ষকদের মধ্যে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি উস্কে দেয়া এবং লালন করা হয়েছে। টিউশনি ব্যবসার প্রসার ঘটানো হয়েছে। গুটিকয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক ও ব্যবসায়ীর 'দাঁও মারা'র সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। বস্তুত, বিগত সরকারের শিক্ষানীতি বলতে যে কিছু ছিল তা বলার উপায় নেই। প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত, যুগোপযোগী এবং দেশের প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে বিগত বছরগুলোতে ক্ষমতাসীনদের কোন অর্থবহ ও কার্যকর উদ্যোগ চোখেই পড়েনি। এর বিষময় পরিণতি আজ সকলের সামনে প্রকট।

এ অবস্থার অবসানকল্পে প্রয়োজন একটি সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত, আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতি এবং ব্যবস্থা। বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাদান ও গ্রহণের পরিবেশ ও মানের উন্নয়ন। বিদ্যালয়গুলো যে ব্যবসা কেন্দ্র নয়, শিক্ষকতা যে বণিকবৃত্তি নয়, ছাত্রছাত্রীরা যে সাধারণ বাজারী ক্রেতা নয়, অধ্যয়ন যে মস্তানী নয়, পরীক্ষার হলে গিয়ে নকলবাজির মাধ্যমে পাস করা নয়, কুশিক্ষা ও অপশিক্ষা যে অশিক্ষার চেয়েও ভয়ঙ্কর— এ সত্যকে আবার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ গুরুদায়িত্বটা নতুন সরকার এবং নবনিযুক্ত শিক্ষামন্ত্রীর ওপর পড়েছে। এটা এড়ানোর কোন উপায় নেই। তাঁরা যদি ব্যর্থ হন তাহলে কি হবে? বছর বছর স্কুলের সংখ্যা বাড়বে, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়বে, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়বে। প্রতিবছর অপূর্ণ, ত্রুটিযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত পাস করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা স্ফীত থেকে স্ফীততর হবে, অকৃতকার্য লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীতে ভরে যাবে দেশ।

পরিশেষে আমরা সবিনয়ে বলতে চাই যে, মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা আর পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে উদ্ভট, অবাস্তব ও ক্ষতিকর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ছাত্রছাত্রীদের গিনিপিগ বানানো, অভিভাবকদের বৃথা অর্থব্যয়ের কারণ সৃষ্টি করা আর যেন না হয়। আর যেন এ সবের ফলে লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবককে হতাশার অন্ধকারে ঠেলে দিতে না হয়। বিদ্যালয়গুলোতে যেন শিক্ষাদানের ও গ্রহণের পরিপূর্ণ অনুকূল পরিবেশ ফিরে আসে, নিয়ম-শৃঙ্খলা পুনর্প্রতিষ্ঠিত হয়, ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে বর্তমানে বিদ্যমান ক্রেতা-বিক্রেতা সম্পর্কের অবসান ঘটে।